সংবাদ

1 OCT 2009

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১ 1 OCT ...২০০৯......

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ভার্সিটি

এগার বিশেষজ্ঞের বিদায়ে তোলপাড় : বিপাকে রোগীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপককে একসঙ্গে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। রোগীরাও পড়েছে বিপাকে।

বিএনপি ১১ চিকিৎসকের অব্যাহতির আদেশ বাতিল এবং ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) সবাইকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে। আর অব্যাহতি পাওয়া ১১ অধ্যাপকের মধ্যে ৭ জন আইনি পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানিয়েছেন। ২ জন চুক্তিভিত্তিক কাজ করার ইচ্ছা জানিয়ে লিখিত আবেদন করেন। অন্য ২ জন গতকাল দুপুর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কোন আবেদন করেননি।

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, অব্যাহতি দেয়া ১১ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের অধীনে ভর্তি করা রোগীরা বিপাকে পড়েছেন। এর মধ্যে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শরীফ হাছানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার পর গতকাল তার অধীনে অপারেশনের জন্য ভর্তি করা সব রোগীকে একযোগে ছাড়পত্র নিয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ওই বিভাগে অপারেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে, বিভাগে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা।

সূত্র জানায়, গতকাল দুপুরে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া গাইনি বিভাগের অধ্যাপক সায়েবা আখতার, নেফ্রোলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর কবির, ডেন্টাল বিভাগের অধ্যাপক মতিউর রহমান মোল্লা, ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক এস. এ খান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম চৌধুরী ভিসির কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ চেয়েছেন। তারা পরে আইনি পদক্ষেপ নেবেন বলে জানা গেছে। অধ্যাপক জাহাঙ্গীর বিপাকে : পৃষ্ঠা : ১১ ক :

বিপাকে : রোগীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কবির গতকাল দুপুরে 'সংবাদ'কে জানান, ২০০৬ সালে তিনি নিয়ম অনুযায়ী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবেই চাকরিতে যোগ দেন। হঠাৎ করে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, ৭ জন অধ্যাপক আইনি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়ার জন্যই এ পথ বেছে নিয়েছেন।

কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম ও রেডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান (চেয়ারম্যান) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত চাকরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর চুক্তিভিত্তিক চাকরি করতে চেয়েছেন। ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক নার্গিস আখতার ও ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক নূর জাহান বেগম গতকাল পর্যন্ত কোন লিখিত আবেদন করেননি বলে রেজিস্ট্রার অফিস সূত্র জানায়।

সমর্থক ড্যাবের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ডা. সাইফুল ইসলাম বলেন, ১১ জন অধ্যাপককে একযোগে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা, শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ১১ জনকে একযোগে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অথচ তারা রাজনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি।

এ সম্পর্কে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতা অধ্যাপক ইকবাল আর্সলানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলেন, গত সরকারের আমলে মেডিকেল ভার্সিটির প্রশাসন আইন উপেক্ষা করে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন। প্রশাসনে যারা ছিলেন তারা আইন জানতেন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আইন উপেক্ষা করে তাদের চাকরি দিয়েছেন। তবে ১১ জন অধ্যাপককে সরকারি বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে রেখে ভার্সিটির জন্য তাদের চিকিৎসা সার্ভিস নিলে ভাল হবে। তারা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ, তাদের যথেষ্ট মেধা ও যোগ্যতা রয়েছে। ভার্সিটি এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার এক আদেশে বলা হয়েছে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে পারেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা কিংবা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা এ আইনের আওতায় পড়ে না বলে একটি সূত্র জানা গেছে।

একই দিনে ১১ জন বিশেষজ্ঞের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসরা কাজে। প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ সূত্র জানায়, গতকাল দুপুর ১২টার পর প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের ভর্তি করা ও সব রোগীকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সেখানে ২ জন বিশেষজ্ঞ অপারেশন করতে পারেন। তার মধ্যে একজন ছুটিতে অন্যজনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

১১ জন চিকিৎসক বরখাস্তের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিএনপি। গতকাল বুধবার গুলশানে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলীয়করণের ফলে স্বাস্থ্যসেবার মান ও মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়বে উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা ১১ চিকিৎসকের অব্যাহতির আদেশ বাতিলের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে নির্লজ্জ দলীয়করণ করছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশের সর্ববৃহৎ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সরিয়ে সেখানে নিজ দলের লোক বসিয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। এছাড়া অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অজপাড়া গায়ে বদলি করে সববৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করার চেষ্টা করছে। গত ৯ মাসে কয়েকশ' চিকিৎসককে বদলি করা হয়েছে। সিনিয়রকে সরিয়ে জুনিয়রকে, যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সরিয়ে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্যদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হয়েছে। ভিন্নমতের অনেক চিকিৎসকের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতে নেমে এসেছে চরম স্থবিরতা। ব্যাহত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। ভেঙে পড়েছে প্রশাসনিক অবকাঠামো ও চেইন অফ কমান্ড।

মোশাররফ বলেন, সরকার পরিচালিত হয় জনগণের করের টাকায়। সরকারের দায়িত্ব দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। চিকিৎসা কোন দলীয় বিষয় নয়। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশবাসী পরিত্রাণ চায়। সরকার দল নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা করেন।

সাবেক এ মন্ত্রী বলেন, বিএসএমএমইউ-তে ২০০১-০৬ সালে নিয়োগগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত বিধির মাধ্যমে করা হলেও চাকরিচ্যুতির লক্ষে বারবার তদন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে। সর্বশেষ জাতীয় সংসদকে অপব্যবহার ও বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্যদের দিয়ে আবার তদন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু ১৯৯৮-২০০১ পর্যন্ত অনিয়মের তদন্ত হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সব অনিয়মের তদন্ত দাবি করেন তিনি।